



279190 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়ে হাদিসগুলো মুখস্থ করার নরিদশে দয়িচ্ছেনে সগেলো জানতে আগ্রহী

প্রশ্ন

আপনি আমাদরেকে ঐ হাদিসগুলো লখিে জানাবনে, য়ে হাদিসগুলোর ভাষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে সয়ে হাদিসগুলো মুখস্থ করা তলব করছেন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুন্নাহ হচ্ছে- শরয়িত তথা ইসলামী আইনরে প্রধান উৎস। কুরআনে কারীমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কছি নিয়ে এসছেন তার সব কছি আঁকড়ে ধরার নরিদশে দয়ো হয়ছে।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “রাসূল তমোাদরেকে যা কছি দনে, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নযিধে করনে, তা থেকে বরিত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নশিচয় আল্লাহ কঠরে শাস্তদিাত।”[সূরা হাশর, আয়াত: ০৭]

এ কারণে গোটো সুন্নাহর যতটুকু সম্ভবপর হয় ততটুকু মুখস্থ করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা এসছে; এক হাদিস বাদ দয়িে অপর হাদিস মুখস্থ করা- এমনটি নয়।

যায়দে বনি সাবতে (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছেি তিনি বলনে: “আল্লাহ সয়ে ব্যক্তরি চহোরা উজ্জ্বল করুন, য়ে আমার কোন একটি হাদিস শুনছে, তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং এক পর্যায়ে তা অন্যরে নকিট পটৌছে দয়িছে। অনকে প্রজ্ঞার বাহক যার কাছে প্রজ্ঞা পটৌয়িে দয়ে সয়ে তার চয়েও বর্শেি প্রজ্ঞাবান। অনকে প্রজ্ঞার বাহক নজিে প্রজ্ঞাবান নয়।”[ইমাম তরিমযি (২৬৫৬) হাদিসটি সংকলন করনে এবং বলনে: এ অর্থবোধক হাদিস আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ), মুয়ায বনি জাবাল (রাঃ), জুবাইর বনি মুতইম (রাঃ), আবুদ দারদা (রাঃ), আনাস (রাঃ) প্রমুখ থেকেও বর্ণতি আছে। যায়দে বনি সাবতে এর হাদিসটি ‘হাসান’। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ (৩৬৬০) ও সংকলন করছেন। সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে আলবানী হাদিসটিকে ‘সহহি’ বলছেন]

এ বিষয়টি সুবদিতি য়ে, কোন একটি হাদিস মুখস্থ করার গুরুত্ব সয়ে হাদিসরে ভাষ্যে যা রয়ছে সয়ে উপর নরিভর করে। যদি হাদিসটির ভাষ্য ফরয-ওয়াজবি কথিবা হারাম সংক্রান্ত হয় তাহলে সম্ভব হলে সয়ে হাদিসটি জানা ও মুখস্থকরা মুসলমানরে



জন্য তাগদিপূরণ। এর পরে স্তরে গুরুত্ব পায় সুনান-শ্রণীর হাদসি; য়ে হাদসিগুলোতে মুস্তাহাব ও মাকরুহ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ববিত হয়।

প্রয়ি ভাই, এ কারণে একজন মুসলমানকে বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসিগুলো জানার প্রতি গুরুত্বারোপ করার উপদশে দয়ো হয়; য়ে হাদসিগুলো তার দরকার হয়। য়েমন- পবতিরতার বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসি, নামায়েরে বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসি, য়াকাতেরে বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসি যদি য়াকাত তার উপর ফরয হয়ে থাকে, হজ্জেরে বধি-বধিান সংক্রান্ত হাদসি...ইত্যাদি।

এ বিষয়ে প্রাথমিক স্তরেরে শকিয়ারখীর জন্য সবচয়ে উপাদয়ে গ্রন্থ হচ্ছ- হাদসিরে হাফযে আব্দুল গনি আল-মাকদসিরি ‘উমদাতুল আহকাম’। পরে স্তরে রয়ছে হাদসিরে হাফযে ইবনে হাজারেরে ‘বুলুগুল মারাম’।

এ ছাড়া শষ্টিচার ও আখলাক সম্পর্কতি সাব্যস্ত হাদসিগুলো জানাও বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে উপাদয়ে বই হচ্ছ- ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ এবং নানাধি উপাদয়ে বিষয় সমৃদ্ধ আরকেটি বই হচ্ছ- ইমাম নববরি ‘রয়াদুস সালহীন’।

যদি কোন প্রাথমিক স্তরেরে ছাত্র প্রথমতে ‘আল-আরবাসিন আন-নববী’, এরপর হাফযে ইবনে রজবেরে সম্পূরক গ্রন্থ মুখস্থ করে নেয় তাহলে সেটো ভাল। ইনশাআল্লাহ, এটা তার জন্য বড় কল্যাণকর হবে।

এ ধরণের হাদসিগুলো শব্দে শব্দে মুখস্থ করাটা উত্তম। যদি সেটো আপনার জন্য কঠনি হয়ে যায় তাহলে হাদসিরে ভাবটি আয়ত্ব করতে পারলে সেটোই যথেষ্ট। আলহামদু লিল্লাহ, এ হাদসিগুলোর ব্যাখ্যা সুলভ। আপনি চাইলে ইন্টারনেটেও খুব সহজে সেগুলো পতে পারনে।

কনিতু, কিছু কিছু হাদসি আছে য়েগুলো কোনরূপ পরিবর্তন না করে হুবহু শব্দে শব্দে মুখস্থ করা মুসলমানেরে কর্তব্য। সেগুলো হচ্ছ- দয়ো ও যকিরিরে হাদসিগুলো।

বারা বনি আযবি (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন তুমি ঘুমাতে যতে চাইবে তখন নামায়েরে ওয়ুর ন্যায় ওয়ু করবে, এরপর ডান পার্শ্বে শয়ন করবে, এরপর বলবে:

اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ،
اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

যদি তুমি সেই রাতেরে মারা যাও তাহলে তুমি ইসলামেরে উপরে মারা গলে। এ দয়োগুলো যনে তোমার সর্বশেষ কথা হয়। বারা (রাঃ) বলেন: অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দয়োটি আবৃত্তি করে শুনচ্ছলাম। আমি যখন اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ এই পর্যন্ত পৌঁছলাম এরপর বললাম: وَرَسُولِكَ (এবং আপনার রাসূল এর প্রতি)। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: نَا; وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (এবং আপনার নবীর প্রতি; য়ে নবীকে আপনি প্ররণ



করছেন)। [সহি বুখারী (২৪৭) ও সহি মুসলামি (২৭১০)]

হাদসিরে হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“নবী” শব্দরে পরবির্তে ‘রাসূল’ শব্দ বলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গুঢ় রহস্যরে কারণে ভুল ধরছেলিনে এর সবচয়ে উত্তম জবাব হচ্ছ: যকিরি-আযকাররে শব্দগুলো ‘তাওক্বফি’ (প্রতস্থাপনরে উর্ধ্ব); এগুলোর এমন কিছু বশেষিট্য ও গুঢ় রহস্য রয়েছে যে ক্ষেত্রে ‘কয়্যাস’ (যুক্তি) অচল। তাই যে শব্দে যকিরিটি বর্ণতি হয়েছে ঠিক সে শব্দে যকিরিটিকে সংরক্ষণ করা আবশ্যকীয়।” [ফাতহুল বারী (১১/১১২) থেকে সমাপ্ত]

যকিরিরে সবচয়ে ভাল কতিব হচ্ছ- ইমাম নববীর ‘আল-আযকার’।

এই আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসিরে প্রতি গুরুত্বারোপ দিতে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।